নি উ ই য় র্ক

আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ চাই না

নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহতা বিকট শব্দে বধির করে দেবে। বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে সারা বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ, ভাইরাস ছড়িয়ে যাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে

লিখেছেন **শফিউদ্দিন কামাল**

নিউইয়র্কের গৌরব দিপ্তীমান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। করেছে পেন্টাগনকে বিধ্বস্ত লন্ড ভন্ড। এই ধরনের হামলার শিকার আমেরিকা হবে এটা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেনি। '৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বোমা হামলায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছিলো, এবারে ৬ হাজার মারা গেছে। আগামীতে যাতে কেউ মারা না যায় সে জন্য নিরাপত্তা এখনই নিশ্চিত করতে হবে।

শুনেছি আফগানিস্তানে নিউক্লিয়ার বোমা না থাকলেও তাদের রয়েছে বাইয়োলজিক্যাল কেমিক্যাল উইপেন, যা দিয়ে সমগ্র নিউইয়র্ক শহর উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। অনেক দেশ চুপ মেরে বসে রয়েছে।

আসলে কোনো যুদ্ধ নয়। ব্যতিক্রম ধরনের ঘটনা। এক দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করেনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মকে আক্রমণ করেনি। এ হিটলারের যুদ্ধও নয়। একটি আত্মঘাতী হামলার শিকার। কিছু বিপথগামী মুসলমান দল বেঁধে মনের ক্ষোভ জ্বালা এবং মনের বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য প্রতিশোধ নিয়েছে। ওদের মনের কথাটি, আমেরিকা ইচ্ছা করলে আরব প্যালেস্টাইন-ইসরাইল সমস্যাটি সমাধান করতে পারতো, তা না করে জিইয়ে রেখেছে। ইসরাইলকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য সহযোগিতাসহ অর্থনৈতিকভাবে চাঙ্গা করে দিচ্ছে। বছরের পর বছর হাজার হাজার মুসলমান মারছে। কয়েকমাস পূর্বে কয়েক হাজার মুসলমানকে মসজিদের ভেতরে মেরেছে ব্রাশ ফায়ার করে। মূলত এ সব কারণেই ওদের দ্বারা আমেরিকা আজ আক্রান্ত। তবে এই ধরনের হামলা যদি ইসরাইলের ওপর করতো, বিল্ডিং উড়িয়ে দিতো তাহলে পরিস্থিতি হয়তো সমগ্র মুসলিম জাহান অন্যভাবে দেখতো।

যেহেতু আমেরিকাকে আক্রমণ করে সাধারণ মানুষ মেরেছে সে জন্য আমরাও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছি। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম নাশকতা, বর্বরতা বিশ্বাস করে না।

সন্ত্রাসী সব দেশেই রয়েছে। ওরা একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে মারছে। একজন বাঙালি আরেকজন বাঙালিকে হত্যা করছে। বঙ্গবন্ধুকে বাঙালিরা মেরেছে। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীকে ভারতের হিন্দুরাই মেরেছে। আনোয়ার সাদাতকে মুসলমানই হত্যা করেছিলো। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, জন এফ কেনেডি, মার্টিন লুথারকে আমেরিকানরাই গুলি করে মেরেছিল। তখন দেশে কি কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে? তখন তো কোনো যুদ্ধের প্রশ্ন কারো মাথায় আসেনি। নিঃসন্দেহে বলবো ওদের বিচার হওয়া উচিত। ওসামা বিন লাদেন এক নম্বর টার্গেট। সিএনএন জানিয়েছে ওদের ৩৫টি দেশে আস্তানা রয়েছে। একজনকে মেরে ফেললে আরেকজন শূন্যতা পূরণ করবে। ওরা আফগানিস্তানে এমন জায়গায় অবস্থান করছে যেখানে বিদ্যুৎ নেই। রয়েছে অনেক উঁচু-নিচু অসমতল পাহাড়। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে গত ২০ বছর রাশিয়া যুদ্ধ করে তেমন কিছুই করতে পারেনি আফগানিস্তানকে। তাদেরকে শাস্তি দিতে যেয়ে যেন সাধারণ মানুষের অপমৃত্যু না হয়। ওদের নাশকতামূলক কাজের জন্য সমগ্র মুসলমান জাতিকে কোনো দোষারোপ করা যাবে না। এটি কোনো ধর্মের প্রতি ধর্মের যুদ্ধ নয়। ইসলাম কখনো বর্বরতাকে প্রশ্রয় দেয় না। এটি কোনো আন্তর্জাতিক যুদ্ধ নয়। গায়ে পড়ে যুদ্ধ ডাকলে সারা বিশ্বে অশান্তি বিরাজমান হবে। হয়তো বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশেই আজ নিউক্লিয়ার বোমা রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীকে শেষ করে দিতে ২/৩টি বোমাই যথেষ্ট। নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহতা বিকট শব্দ বধির করে দেবে। বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে সারা বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষ। ভাইরাস মুহূর্তের মধ্যে মিশে যাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ইথারে মিশে শ্বাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে যাবে বিষাক্ত বাতাস।

বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন প্রথম বোমা তৈরি করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে শান্তি ও মানব কল্যাণের জন্য তুলে দিয়েছিলো, মানুষের ওপর নির্মমভাবে ব্যবহারে জন্য নয়। আজকে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নেমেছে সারা বিশ্ব। আমরা আজ এর অবসান চাই। আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ চাই না।

কু য়ে ত

এক অমানবিক শাস্তি

সে ছিল ফর্সা সুদর্শন। আরব যুবকেরা তাকে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যায় শূন্য মরুভূমিতে

বাংলাদেশের ছেলে শাহ আলমের গর্দান কেটে ফেলা হলো। নির্বাক তাকিয়ে দেখলো হাজারো স্বদেশী। কেউই জানলো না সঠিক ঘটনা, শুধু কাজীর ফরমান শুনলো, শাহ আলম খুনি। এই খুনের নেপথ্য ঘটনা বড়ই করুণ। শাহ আলমের বয়স অল্প এবং খুবই সুদর্শন। তাই খন্ডকালীন কাজের লোভ দেখিয়ে দুই আরব যুবক তাকে নিয়ে যায় গহিন মরুভূমির প্রান্তে। তারপর মদ্যপ দুই যুবক ছুরি হাতে শাহ আলমের হাত-পা বেঁধে শুরু করে যৌন উৎপীড়ন। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে শাহ আলম। জ্ঞান ফিরে শাহ আলম দেখে যুবকেরা ঘুমে অচেতন। হাতের কাছেই ছিলো ওদের ব্যবহার করা ছুরি। তা দিয়ে শাহ আলম আক্রমণ করে একজনকে, অন্যজন জেগে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। শাহ আলম নিজেই পুলিশের কাছে গিয়ে বিস্তারিত জানায়। পুলিশ শাহ আলমকে চিকিৎসার জন্য জেলে পাঠিয়ে দেয়। বিচারে শাহ আলমের মৃত্যুদন্ড হয় অর্থাৎ খুনের বদলে খুন। দীর্ঘ ৬ বছর কারাবাসের পর তরবারি দিয়ে জনসম্মুখে শাহ আলমের মস্তক দেহচ্যুত করা হয়। জানি না এই আরবে মানবতাবাদীদের স্লোগান কবে ধ্বনিত হবে। আর কত প্রবাসী শাহ আলমকে আরব যুবকদের অশ্লীল আক্রমণের শিকার হতে হবে।

আনু রহমান
VI-VI Store, P.O Box-4280
AL-hasa-31982, K.S.A

পো ।ল্যা ।ন্ড

কৃষকের গ্রাম মচ্চিচড্লিনচ্চা

আমি এক মাসে যা পেনশন পাই একজন সংসদ সদস্য সেটা একদিনে পায়

কৃষক পরিবার বারনিয়াক

পোল্যান্ডের ছোট্ট একটি গ্রাম মচ্চিচড্লিনিচ্চা। এখানে বেড়াতে এসেছি বারনিয়াক পরিবারের বাড়িতে। গ্রামটির লোকসংখ্যা ১৫২। ওদের জমি আছে ১১ হেক্টর। এখানে প্রায় সব পরিবারই কৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল। এদেশের সরকার কৃষকদের কোনো প্রকার ভর্তুকি দেয় না। জার্মানি, ইটালি বা ফ্রান্সের কৃষকরা যেভাবে প্রচুর সরকারি ভর্তুকি পায়, এদেশী বা এই গ্রামের কৃষকরা তা পায় না।

বারনিয়াক পরিবারের কাজ শুরু হয় সকাল সাড়ে ৫টায়। বারনিয়াক পরিবার এ বছরও গত দু'বছরের মতো তামাকের চাষ করেছে ৪ হেক্টর জমিতে। আর ১ হেক্টরে করেছে আলু, গাজর, কুমড়া আর শসার চাষ। বাকি জমি হয় অনাবাদী, না হয় গ্রামের বড় কৃষক ভ্লাদিমির চাষাবাদ করে। বিনিময়ে সে শুধু বছরের খাজনাটা দিয়ে দেয়। শুধু রোববার ছাড়া এই পরিবার সকালের নাস্তা খায় সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত। তারপর আবার কাজ। দুপুর ১১টা থেকে সাড়ে ১১টায় দুপুরের খাবার। সন্ধ্যা ৬টায় রাতের খাবার, এই হচ্ছে রুটিন। দুপুরবেলা খায় সেদ্ধ আলু, মাংস, সালাদ বা নিজেদের বাগানের সবজি। রাতে রুটি, দুধ, নিজেদের করা হরেক রকমের জেলি। হাঁস-মুরগিও প্রচুর এই পরিবারের। বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস আর মুরগির পরিচর্যা করে গৃহকর্তা স্টেফান বারনিয়াকের ৭৭ বছরের মা আর তার স্ত্রী বিছওয়াভা বারনিয়াকের ৭৬ বছরের মা। ১৩ বছরের মেয়ে জাস্টিনা বাসে চড়ে ১০ কিঃমি দূরের স্কুলে প্রতিদিন যাওয়া-আসা করে। বড় ছেলে Christopt যায় ৭ কিঃমি দূরের জিন্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে। ঐ জিন্স ফ্যাক্টরিতে বারনিয়াক পরিবারের আত্মীয়স্বজন মিলে এই গ্রামের ৮ জন কাজ করে। প্রতি মাসে Christopt আর তার সঙ্গীরা ৪ লক্ষ জিন্সের প্যান্ট আর শার্ট তৈরি করে। দু'তিনটা বাড়ির পর আছে গ্রামের ধনী কৃষক ভ্লাদিমিরের বাড়ি। তার জমি আছে ৭৬ হেক্টর। কিন্তু অন্য গরিব কৃষকদের জমিতেও চাষাবাদ করে।

এই গ্রামে কোনো স্কুল নেই, ডাক্তার নাই, দোকানপাট নেই। সবকিছুর জন্য যেতে হয় ১০ কিঃমি দূরের ভলাউ শহরে। মচ্চিচড্লিনিচ্চা গ্রামের মতো পাশের গ্রামগুলোতেও একই অবস্থা। প্রচুর অনাবাদী জমি চারদিকে। গ্রামের সবারই একই অভিযোগ– সরকার কৃষকদের সুবিধার্থে বা সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য কিছুই করছে না। স্টেফান বারনিয়াক-এর মা বলল, আমি যা এক মাসে পেনশন পাই, একজন সংসদ সদস্য সেটা একদিনে পায়। আর এই আকাশ-পাতাল পার্থক্য কম্যুনিস্টের সময়ে ছিল না। আমি বললাম, পোল্যান্ড তো ইউরোপিয়ান কম্যুনিটিতে আসছে, সেটা কি আপনাদের কোনো কল্যাণেই আসবে না? বিছওয়াভা বলল, না মুক্তবাজার অর্থনীতির মত এই EEC'র রাজনীতিও অন্তত সাধারণ মানুষের কোনো কল্যাণে আসবে না।

Mofiz Khan, Ul-Zielona 42, 56-100 Wotow, Poland

সৌ ।দি

মাদকের কবলে

আফটার শেভ লোশন পান করেও নেশা করছে অনেকে

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত সৌদিতেও মাদক সমস্যা ব্যাপকতা লাভ করছে। হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবক, অর্থাৎ পিতামাতার বখাটে দুলালরা ক্রমেই ড্রাগে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। অনেক তরুণী ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলারা এর কবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না। কঠোর শাস্তির বিধান সত্ত্বেও মূলত পাকিস্তানি ও আফগানিরাই এখানে ড্রাগ ট্রাফিকিংয়ের সঙ্গে জড়িত। হজযাত্রীবেশে পাতা কপির ভেতর কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর নাড়িভুঁড়ি বের করে তার পেটের মধ্যে হেরোইন চোরাচালানের প্রাক্কালে যে পাকিস্তানি মহিলাটি রিয়াদ এয়ারপোর্টে ধরা পড়ে সেও আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের সদস্য। মরণনেশা হেরোইন ছাড়াও পেথেড্রিন, ফেন্সিডিল, আফিম, চরস, গাঁজা প্রভৃতি মাদক বিচিত্র পথে ঢুকে পড়ছে এখানে। অনেকে বহুজাতিক কোম্পানির 'আফটার শেভ লোশন' পান করেও নেশা করছে বলে জানা যায়। এখানে স্কটিশ, ফ্রান্সের বিখ্যাত ব্র্যান্ডের মদগুলো ছাড়াও ইংল্যান্ড, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের মদও পাওয়া যায় তবে এইসব বিক্রি হয় টপ সিক্রেট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। রিয়াদে রয়েছে 'আল-আমল মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র'। এখানে দিন দিনই বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। নিম্নবিত্ত থেকে রাজপরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য আসেন। মহিলারাও ব্যাপকহারে ধূমপানে অভ্যস্ত। অনেক মহিলাই নিয়মিতভাবে কার্টন সুদ্ধ সিগারেট কেনে। রাজধানী রিয়াদের রাস্তাঘাটে, মার্কেটে প্রকাশ্য দিবালোকে অনেক বখাটে যুবককে মাতলামি করতে দেখা যায়। অবশ্য পুলিশের পাল্লায় পড়লে রক্ষা নেই। অনেক প্রবাসীও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। তবে এদের আয় সীমিত বিধায় এই আসক্তি সাধারণ গাঁজা, ফেন্সিডিল, ককটেল, তামাক, বড় জোর বিয়ার পর্যন্তই। এরা পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদের দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সৌদি প্রশাসন অপোসহীন। তারপরও প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে মাফিয়া চক্রের নেটওয়ার্ক, মাদকসেবীর সংখ্যা যা সৌদি প্রশাসনের জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ।

Belal, Panda-31, Po Box 5800, Buraidah, Alqassim, K.S.A

ই । টা । লি

ক্রিস্টাল নগরী

যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি, মনে হচ্ছে এ এক ক্রিস্টাল নগরী

পো সেদিন ঘুরে এলাম অস্ট্রিয়ার ইনসব্রুক ক্রিস্টাল ফ্যাক্টরি থেকে। দিনটি ছিল শুক্রবার। কালদারো থেকে সকাল ৯টায় যাত্রা শুরু করলাম। ভ্রমণসঙ্গী রফিক ভাই, ভাবী, সাংবাদিক মহিতুর রহমান বাবলু আর রফিক ভাইয়ের ছোট্ট মেয়ে তুলি।

রিমঝিম বৃষ্টির ঝংকারের মধ্য দিয়ে হাইওয়ে বেয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলছে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য গাড়ির গতিবেগ বেশি বাড়ানো গেলো না। ব্রেনার পৌঁছাতেই বৃষ্টির বদলে শুরু হল মুষলধারে তুষারপাত। গাড়ির গতি আরও কমে এল, মনে শংকা। আর শংকিত হৃদয় বহু চড়াই-উৎরাইর মধ্য দিয়ে বেলা ২টার দিকে আমাদের গন্তব্য ইনসব্রুকের Wathens শহরে পৌঁছলাম। যেখানে বিখ্যাত Cristal Factory Swarovski অবস্থিত।

ক্রিস্টাল ফ্যাক্টরীর প্রবেশদ্বারে দু'জন বাঙালি

Swarovski-এর প্রবেশ দ্বারে এসেই দৃষ্টি খেলে গেল ফুলপাতার সখ্যে তৈরি এক অপূর্ব মুখাকৃতিতে। চোখের মণিতে জ্বলজ্বল করছে দুটি বৃহদাকৃতির নীল Cristal. মুখ থেকে জলধারা ঝরে তৈরি হয়েছে এক অসাধারণ লেক। ১৮৯৫ সালে Daniel Swarovski উল্লেখিত Cristal Word। এর Foundation Stone আবিষ্কার করেন। সাতটি আশ্চর্য সুন্দর আন্ডার গ্রাউন্ড চেম্বারের সমন্বয়ে গঠিত ক্রিস্টাল ফেক্টরিটি বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল অস্ট্রিয়ান ফ্যামেলি কোম্পানির অধীনে। প্রবেশমুখেই বিশাল ক্রিস্টালের দ্যুতিপূর্ণ বর্ণচ্ছটা আমাদের মোহগ্রস্ত করে তুলল। যার নিচে ইংরেজিতে লেখা The Largest Jwelary Stone of the world -এর ঔজ্জ্বল্য এত বেশি যে ক্যামেরায় ধারণ করা সত্যিই কষ্টকর। লাউঞ্জে Cristal দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে রং- বেরঙের ক্রিস্টালের ঝালর দিয়ে সাজানো অপূর্ব শ্বেতশুভ্র ঘোড়া। পরের চেম্বারে ঢুকতেই দ্বিতীয়বারের মতো আমার উৎসুক দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি স্ক্রিনে ক্রিস্টালের রশ্মি দিয়ে তৈরি অজানা রহস্যময় মহাকাশ। গ্রহ-উপগ্রহগুলো নিজেদের কক্ষপথে অবিরত সন্তরণশীল। ব্ল্যাকহোল কিভাবে গ্রহগুলোকে গ্রাস করছে তার সবই ক্রিস্টালের আলোকচ্ছটা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্যুতিপূর্ণ অসংখ্য ফাইন কাট ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি গোলাকৃতি তৃতীয় চেম্বারটিকে রূপকথার স্বপ্নপুরী মনে হলো। সবশেষে ক্রিস্টাল শো রুমে পৌঁছালাম। জুয়েলারি সামগ্রী দিয়ে সাজানো এই ঘরটি। একে একে ঘুরে দেখলাম সব। অবশেষে ফেরার পালা। সারা দিনের ভ্রমণে কিছুটা ক্লান্ত। তবু ক্রিস্টাল ফ্যাক্টরির স্বপ্নময়তায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ।।

Iffat Ara, Via Molini-16, 39040 Termeno (BZ), Italy

প্যা । রি । স

প্রমোদ ভ্রমণ

প্যারিসে প্রতিটি লোকের জন্য নির্ধারিত আছে বাৎসরিক ছুটি। পরিবেশ আর আবহাওয়া ঠিক থাকলে কেবল বেরিয়ে পড়ো

প্যারিসে সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি কাজের লোকের জন্য নির্ধারিত আছে বাৎসরিক ছুটি। পরিবেশ ও আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ছুটি কাটানো শুরু হয় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। তখন গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় শহরগুলো প্রায় জনশূন্য হয়ে ভিড় জমে সমুদ্র সৈকতের পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে। তারই ধারাবাহিকতায় ফ্রান্সে অবস্থানরত বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও অন্তত বছরে একবার বনভোজন বা আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করে থাকে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্যারিসস্থ দোহার-নবাবগঞ্জ ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে গত ২ সেপ্টেম্বর ২০০১ এক প্রমোদ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। দলমত নির্বিশেষে অনেক বাংলাদেশীই এতে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৮টায় প্যারিসস্থ গার্দো নর্থ রেলস্টেশনের ওপরে সবাই সমবেত হয়ে ইংলিশ চ্যানেলের উদ্দেশে সকাল ৯টায় বাসযোগে যাত্রা শুরু করেন। দুপুর ১-১৫ মিনিটে বাস গিয়ে ইংলিশ চ্যানেলের তুর্ক নামক সমুদ্র সৈকতে হাজির হয়। সেখানে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, শুরু করা হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। গান, কবিতা, আবৃত্তি ও কৌতুকসহ অনেক কিছু। পরিশেষে শুরু হয় সমুদ্রস্নানসহ বিভিন্ন প্রমোদ কার্যক্রম। সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে পুনরায় প্যারিস অভিমুখে যাত্রা। যাত্রা পথেই শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। পরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দোহার-নবাবগঞ্জ ঐক্য পরিষদের সভাপতি খান সাইফুল আর পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর খান।

Mohamed Abdul Barek Farazi
5, Place Roger Salengro
95140, Garges les Gonesse
Paris, France